ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 195 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৫১ ● কলকাতা ● ১৪ পৌষ, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কলকাতায় অমিত শাহ,

দলের ভোট-প্রস্তুতি নিয়ে করবেন একাধিক বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্ধারিত সূচি মেনেই সোমবার তিনদিনের বঙ্গ সফরে রাজ্যে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিতশাহ। গতসপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের পর বছরের শেষে এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর ঘিরে বিজেপি শিবিরে আগ্রহ তুঙ্গে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির মাঝেই কেন্দ্রীয়স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিন দিনের বঙ্গ সফরে দলের নেতাকর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন বলে দলীয় সূত্রে খবর।বিকেল ৪,০৫ - হোটেল অল্টএয়ার থেকে মানিকতলাগোয়াবাগানের

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 158

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর 'আমি' শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব ঘটে যায়। যায় গুরুদেব আগে বলা শুরু করলেন। তিনি বললেন, "যেই না এই প্রশ্ন আমরা নিজেকে করি, আমাদের জ্ঞান হয়ে 'আমি' আর 'শরীর' আলাদা আলাদা। 'আমি' শরীর নই। তখন শরীরের দ্বারা কৃত কার্যের মিথ্যা অহংকারও ভেঙ্গে চুর্ণ হয়ে যায় যে এই কাজ আমি করেছি।

ক্রমশঃ

পরকীয়া কাল হল? রেশমির দেহ উদ্ধার হতেই পলাতক সাব-ইন্সপেক্টর সায়ন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্যানিং পুলিশ কোর্য়াটারের ঘর থেকে উদ্ধার ২২ বছরের গুলজ়ান পারভিন মোল্লা ওরফে রেশমির ঝুলন্ত দেহ। ওই থানায় হোমগার্ড হিসাবে কর্মরত ছিলেন তিনি। বছর দু'য়েক আগে ভাঙড়ে গিয়ে খুন হন রেশমির বাবা রশিদ মোল্লা। তারপর বাবার চাকরি দেওয়া হয় বড় মেয়েকে। এবার সেই মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ।শনিবার গোটাদিন একই ভাবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয় না। ফলত একটা উৎকণ্ঠা তৈরি হয়। এর মধ্যেই রবিবার তাঁরা চলে আসে ক্যানিং থানায়। বোন রুকসানা খাতুন সোজা চলে যান কোর্য়াটারের দিকে। তারপর দরজা খুলতেই হতবাক। সিলিং থেকে গলায় ওড়না জড়ানো অবস্থায় ঝুলছে রেশমির দেহ। যা দেখে চিৎকার শুরু করেন রুকসানা। ছুটে আসেন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা।যা ঘিরে রবিবার দিনভর চাঞ্চল্য বজায় থাকল এলাকায়। কাঠগড়ায় উঠল থানার সাব-ইন্সপেক্টর সায়ন ভট্টচার্য। পরিবারের অভিযোগ, তাঁর সঙ্গেই বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল রেশমির। যা জানাজানি হতেই 'খুন' করা হয়েছে তাঁকে।

এরপরেই 'খুনের মামলা' রুজু তদন্তে নামল বারুইপুর জেলা পুলিশ। ইতিমধ্যেই বারুইপুর পুলিশের জেলা অধিকর্তার নির্দেশে সাসপেন্ড করা হয়েছে ক্যানিং থানার সাব-ইন্সপেক্টর সায়ন ভট্টাচার্যকে। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। হন্যি হয়ে খুঁজছে তাঁকে। কিন্তু তাঁর কোনও হদিশ নেই।

পুলিশের অনুমান, রেশমির 'রহস্যমৃত্যুর' খবর ছড়িয়ে পড়তেই পলাতক হয়েছেন সায়ন। এই পরিস্থিতিতে তদন্তে গতি আনতে ছয় সদস্যের একটি সিট গঠন করল পুলিশ। এই বিশেষ তদন্তকারী দলের প্রধান করা হয়েছে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রূপান্তর সেনগুপ্তকে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ডিউটির পর ক্যানিং থানার পিছনের দিকে থাকা একটি কোর্য়াটারে গিয়েছিলেন রেশমি। তারপর থেকেই আর পাত্তা নেই তাঁর। বাড়ির লোক বারংবার ফোন করলেও, কোনও উত্তর মেলে না। রেশমি ফোন তোলে না।

বাইরে দাঁড়িয়ে গোটা শরীর কাঁপছে পঞ্চায়েত প্রধানের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর-এর শুনানি শুরু হওয়ার পর থেকেই অনেক পরিবারের নানা জটিলতা তৈরি হয়েছে। শুনানিতে ডাক পড়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের। গত শনিবার থেকেই চলছে সেই শুনানি পর্ব। বয়স্ক, অসুস্থ মানুষজনকেও দাঁড়াতে হচ্ছে শুনানির লম্বা লাইনে। এবার সেরকম লাইনেই দেখা গেল তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত প্রধানকে।বাবা ও মায়ের ২০০২-এর লিস্টে নাম না থাকায় বিবাহিত দিদির ম্যাপিং হচ্ছে না।" তাই তিনি ভয়ে আছেন আর কাঁপুনি হচ্ছে। এদিকেই, হুগলিতে এদিন শুনানি বন্ধ করে দিতে দেখা যায় খোদ বিধায়ককে। চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার দাবি করেন, বিএলএ-২ দের শুনানি কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দিতে হবে। এই দাবিতে শুনানি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। পরে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয়, কোনও শুনানিতে বিএলএ ২ থাকতে পারবে না। বাইরে ক্যাম্প করে থাকতে হবে তাঁদের।তাঁর বাবা ও মা উভয়েরই নাম নেই ২০০২-এর এসআইআর তালিকায়। ফলে জটিলতা তৈরি হয়েছে। সোমবার সকালে হুগলির গোঘাটে পঞ্চায়েত প্রধানকে দেখা গেল, শুনানি কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে রীতিমতো কাঁপছেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন, দিদির নাম নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন তিনি।

নোটিস পেয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান। তাঁর বৃদ্ধ বাবা ও মা দুজনেই বেশ আতঙ্কিত। তাঁদের বক্তব্য, বিজেপি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এগুলো করছে। পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, "সবথেকে বেশি চিন্তিত আছি আমার দিদি-ক নিয়ে।

ভেঙে দেওয়া হল সি মুরুগানের গাড়ির লক পর্যন্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: মগরাহাটে কমিশনের পর্যবেক্ষক সি মুরুগানের গাড়িতে হামলা! কমিশনের রোল অবজারভারের গাড়ি ধরে চড়-থাপ্পড়। প্রথমে দফায় দফায় বিক্ষোভ, পর এবার মগরাহাটে সি মুরুগানের গাড়িতে হামলা, ভাঙল লক। যদিও এই ঘটনার পরেও পর্যবেক্ষক জানিয়েছেন, 'আমি IAS, কাজ করেই ছাড়ব।'তারপরে তিনি চলে আসেন মগরা ১ ব্লক অফিসে। সেখানে থাকার পর তিনি যান মগরার দুই নাম্বার ব্লকে। সেখানেও একটি শুনানি কেন্দ্র হয়েছে। যখন থেকে তিনি এই শুনানি কেন্দ্রের ভিতরে ছিলেন, তখন থেকে কয়েকশো মহিলা বাইরে জড়ো হয় এবং কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলেও স্লোগান দিতে থাকে। ১০০ দিনের কাজের টাকা কেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ? কেন আবাসের টাকা ছাড়া হচ্ছে না ? সব মিলিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ চরমে ওঠে। তারপরে তিনি যখন বিডিও অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে , মগরাহাটের অন্য একটি শুনানি কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন কার্যত দেখা গেল, তার গাড়ি ঘিরে ধরে চড়-থাপ্পড় চলে। এমন কি সি মুরুগানের

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

কলকাতায় অমিত শাহ, দলের ভোট-প্রস্তুতি নিয়ে করবেন একাধিক বৈঠক

উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন অমিত শাহ। সেখানে সমন্বয় বৈঠক সারার পর সন্ধ্যা ৬,৩০ - মানিকতলাগোয়াবাগান থেকে হোটেল তাল কুটিরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তিনি। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, বুধবার সকাল ১০,৫৫ - হোটেল তাল কুটির থেকে রওনা দিয়ে কলকাতার ইসকন মন্দির পৌঁছবেন অমিত শাহ। এরপর দুপুর ১২,০০ থেকে থাকবেন হোটেল অল্টএয়ারে দলের সাংগঠনিক বৈঠকে। ওই দিন দুপুর ২-০০ -তে সায়েন্স সিটি অডিটিরিয়ামে রয়েছে মন্ডল সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক। এরপর বিকেল ৩,২০-তে সায়েন্স সিটি থেকে কলকাতা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন অমিত শাহ। বিকেল ৩,৪০ নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিমানে দিল্লিফিরবেন শাহ।আর সেই কারণেই সোমবার সন্ধ্যায় তিনি কলকাতা ববিমানবন্দরে পৌঁছে সরাসরি বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে চলে যান।

বিজেপি সূত্রে খবর, রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই শাহের এই সফর। রাজ্য কার্যালয়ে পৌঁছে অমিত শাহ দলের সাংগঠনিক অগ্রগতি ও নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে পর্যালোচনা করবেন বলেই এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে। এছাড়াও, ৩০ ডিসেম্বর কলকাতায় একটি সাংবাদিক বৈঠক করতে পারেন তিনি। সোমবার সন্ধ্যায় বিমানবন্দরে নেমেই অমিত শাহের কনভয়সল্টলেকবিজেপি দফতরে পৌঁছে যায়। সেখানেই দলের সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দেন তিনি। গাড়ি থেকে নেমে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে ঢুকে যান সল্টলেকের বিজেপি কার্যালয়ে। আগামিকাল, মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর, সকাল ১১,৫০-এহোটেল থেকে রওনা দিয়ে হোটেল অল্টএয়ার-এ পৌঁছে সাংবাদিক বৈঠক করবেনস্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এরপর দুপুর ২,০০টো ওই হোটেলেই সাংগঠনিক বৈঠক সারবেন শাহ।

লেখা আহ্বান
অবলাদের কথা
নিয়মাবলী
লেখা ইউনিকোডে পাঠাতে হবে
লেখা পাঠান:9038375468/ +91 79805 39456
সম্পাদিকা: অঙ্কিতা মৈত্র ও ড.সোহিনী চক্রবর্তী
লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ : ৩০/১২/২০২৫
কবিতা: সর্বাধিক ২৪ লাইন
অনুগল্প:৩৫০ শব্দ
গল্প:৬০০ শব্দ
গবেষণা মূলক আলোচনা:৮০০ শব্দ
নির্যাতন ও আইন,
পোষ্যদের/পশু-পাখিদের রোগব্যাধি,স্মৃতি
রম্যরচনা,
চিঠি,
ফটোগ্রাফি,অঙ্কন
নির্বাচিত লেখকদের মেমেন্টো এবং সার্টিফিকেট দিয়ে সম্মাননা জানানো হবে বইটির একটি কপি কেনার অনুরোধ রইল কারণ সৌজন্য মূল্যটি অবলা পথ-পশুদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : শিল্প সৃজন পরিষদের পক্ষ থেকে পোষ্য অবলাদের নিয়ে এটি প্রথম কাজ। এই সংকলনটি পূর্বে প্রকাশিত পোষ্য/অবোলাদের নিয়ে যা যা সংকলন আছে তার কোনো সংকলনে সাথে এটি যুক্ত নয়। এটি একটি স্বতন্ত্র সংকলন
২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হতে চলেছে এক বিশেষ গ্রন্থ, যার কেন্দ্রবিন্দু-আমাদের প্রিয় পোষ্য অবলারা। এই বইতে কলম ধরেছেন স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিক, সাধারণ পশুপ্রেমী মানুষ, এমনকি পশুচিকিৎসক ও আইনজীবী-অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, যাঁদের হৃদয়ে প্রাণীদের প্রতি গভীর মমতা ও দায়বদ্ধতার অনুভব।

গ্রন্থটি শুধু সাহিত্য নয়, বহন করছে মানুষ ও পোষ্যের সহাবস্থান, ভালবাসা, দায়িত্ববোধ এবং অধিকার সচেতনতার এক অনন্য বার্তা। তাই এটি সাধারণ পাঠক থেকে নিবেদিত প্রাণ পশুপ্রেমী- সবাইয়ের মনেই বিশেষ সাড়া ফেলবে বলে প্রত্যাশা।
আপনিও যদি এই নিষ্পাপ অবলাদের নিয়ে কিছু লিখতে চান, তাহলে শীঘ্রই লেখা পাঠিয়ে দিন :৯০৩৮৩৭৫৪৬৮ নম্বরে।

শুভেন্দুর গড়ে জোর ধাক্কা, পদ্মফুল ছেড়ে তৃণমূলে ৮০ আদি বিজেপি নেতৃত্ব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নন্দীগ্রাম : সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। প্রতি নির্বাচনের আগেই চলে ঘর ভাঙা গড়ার খেলা। আসন্ন বিধানসভার আগেও তার অন্যথা নেই। শুভেন্দুর গড়েই ধাক্কা খেল বিজেপি। বাংলা দখল করার কথা শোনা যায় শুভেন্দু সহ বঙ্গ বিজেপির মুখে। কিন্তু নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে ঘর ভাঙল বিজেপির।গেরুয়া শিবির ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান ভালভাবে নেয়নি বিজেপি নেতৃত্ব।তাঁরা জানিয়েছেন, বিজেপি ছেড়ে যাওয়ায় দলের কোনো ক্ষতি হবে না। তার কারণ অনেক আগে থেকেই তাঁরা তৃণমূলের সঙ্গে যোগ রেখে চলেছে।পদ্ম শিবিরের শক্তিক্ষয় করে শক্তিবৃদ্ধি হল ঘাসফুল শিবিরের।

জানা গিয়েছে, নন্দীগ্রামের ২টি ব্লক থেকে মোট ৮০ জন আদি বিজেপি নেতৃত্ব তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের দাবি, তৃণমূলের ঘাঁটি শক্ত হচ্ছে সেখানে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে নন্দীগ্রামে ক্রমাগত ঘর বাড়াচ্ছে তৃণমূল। নন্দীগ্রাম ২ নং ব্লকের খোদামবাড়ি দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী সভাতে খোদামবাড়ী ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমড়াতলা , খোদামবাড়ী ও অন্যান্য গ্রাম থেকে প্রায় ৪০ জন আদি বিজেপির সক্রিয় কর্মীরা তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুজিত রায়ের হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন। যোগদানকারীরা জানান, ২০২১ সালে শুভেন্দু অধিকারীকে বুক চিতিয়ে লড়াই করে জিতিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান পাননি। তাই এবার দল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলে যোগদানের পরিমাণও বাড়ছে। নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের নন্দীগ্রামের চারগোলিয়া ৮৫ নম্বর বুথের ১০টি পরিবারের প্রায় ৩০ জন বিজেপি নেতৃত্ব তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

দুর্গাঙ্গন' কোনও সাধারণ মন্দির নয়

একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, বাংলায় তৈরি হবে 'দুর্গাঙ্গন'। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। বেড়েছে পর্যটকদের আনাগোনা। দিঘার বাণিজ্যও নতুন গতি পেয়েছে। এবার বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বাংলায় আরও এক মন্দিরের শিলান্যাস।এই মন্দিরকে ঘিরে বাংলায় পর্যটন শিল্পের অগ্রগতি হবে বলেই অনুমান প্রশাসনের। বছর তিনের আগে আগে বাংলার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর 'ওয়ার্ল্ড ইনট্যানজিবেল হেরিটেজ' তকমা পেয়েছে। সেই স্বীকৃতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করতেই দুর্গাঙ্গন তৈরির সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। দুর্গাঙ্গনের খরচ নিয়ে শুরু থেকেই বিতর্ক রয়ে গিয়েছে। সরকারি টাকায় মন্দির তৈরি করা যায় না বলেই দাবি করে আসছেন বিরোধীরা। তবে সরকারের দাবি, এই দুর্গাঙ্গনের সঙ্গে ধর্মের কোনও যোগ নেই।এই মন্দির তৈরি হচ্ছে কলকাতা শহরের একেবারে উপকণ্ঠে। দিঘার মতোই এই মন্দির তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হিডকোকেই। তবে প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এই মন্দির আর পাঁচটা সাধারণ মন্দিরের মতো নয়। কেমন হবে দুর্গাঙ্গন?

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আজ, সোমবার নিউ টাউনে দুর্গাঙ্গনের শিলান্যাস করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলান্যাস হলেই শুরু হয়ে যাবে মন্দির তৈরির কাজ। ২০২৭-এর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। তারপরই সাধারণ মানুষের জন্য খুলে যাবে সেই মন্দির। দুর্গাঙ্গনের জন্য বাজেট ধার্য করা হয়েছে, ২৬১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। শুধু মন্দির নয়, এই অঙ্গনে থাকবে একটি মিউজিয়ামও। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পূজার সঙ্গে সম্পর্কিত শিল্পকলা, পৌরানিক কাহিনী জায়গা পাবে ওই মিউজিয়ামে। হিডকো ও পর্যটন দফতরের দায়িত্বে থাকবে এই মন্দির।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(অষ্টম পর্ব)

আচরণে পূজিত হন সে কথা বিচার্য রেখে তার বর্ণনায় লক্ষ্য করা যাক:

সরস্বতী শব্দের দুটি অর্থ। একটি অর্থ সূর্যাগ্নি, অন্যটি নদী। তিনিই জ্যোতির্ময়ী। আবার তিনিই জলদেবী। যাতে জল আছে তাই সরস্বতী। তাই তিনি শুধুই বিদ্যার দেবী নন। এটাই তাঁর অন্যতম প্রধান পরিচয় হলেও অনেকের কাছেই তিনি রক্ষাকর্ত্রী রূপে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

ভেঙে দেওয়া হল সি মুরুগানের গাড়ির লক পর্যন্ত

গাড়ির লক পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও, বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা পুলিশের থেকে অনেক বেশি ছিল, এবং কার্যত তারা ঘিরে ধরে বলে অভিযোগ।এদিন সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ কমিশনের রোল অবজারভার সি মুরুগান মগরা ১ ব্লকে একটি হাইস্কুলে। মূলত ওই স্কুলে চলছিল শুনানি। এখানে কাজ মিটিয়ে যখন তিনি বেরিয়ে আসছিলেন, তখন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের যিনি অধ্যক্ষ, মুজিবর রহমান মোল্লা এবং কিছু মানুষজন তাঁকে ঘিরে ধরে বলে অভিযোগ। এবং তাঁর কাছে দাবি রাখতে থাকেন, যে আপনারা যে বয়স্ক মানুষ, যারা বৃদ্ধা এবং পাশাপাশি যারা অসুস্থ, তাঁদেরকে কেন শুনানিতে ডাকছেন ? তাঁদের বাড়িতে কেন যাচ্ছেন না ? এর পাশাপাশি আরও একটি দাবি রাখা হয় যে, দলের যারা এজেন্ট BLA, তাঁদেরকে ওই হিয়ারিং-র সময়, থাকতে দিতে হবে, সেই দাবিতে তাঁকে ঘিরে ধরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ক্ষোভ বিক্ষোভ চলে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এটা কি একশৃঙ্গা বা একজটার ভগ্নীরূপ একনংশা, যেখানে তাঁকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে? এটি বর্তমানে মেট মিউজিয়ামে আছে।

জাঙ্গুলী (৪৭-৮) এবং পর্ণশবরী (৪৯)

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ঢাকার শাহবাগের মঞ্চে কাশ্মীরের 'আজাদি' চেয়ে শ্লোগান, গলা মেলালেন ইউনূসের উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: 'রাজাকার' মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের জমানায় বাংলাদেশে কট্টর ইসলামি জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত চরমে পৌঁছেছে। পাক জঙ্গি সংগঠন জয়েশ-ই মহম্মদের বাংলাদেশি শাখা ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির বিচারের দাবিতে শাহবাগে শুরু হওয়া ধর্নামঞ্চেই এবার 'কাশ্মীরের আজাদি' চেয়ে শ্লোগান উঠল।সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ধর্নায় বসা বিক্ষোভকারীরা শ্লোগান দিচ্ছেন, 'প্যালেস্তাইনে আজাদি', 'গাজাতে আজাদি', 'কাশ্মীরে আজাদি', 'সিরিয়াতে আজাদি'। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, 'হাদির বিচারের মঞ্চ থেকে কেন কাশ্মীরের আজাদি চেয়ে শ্লোগান।' পরে এ বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন আম্মার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'কাশ্মীরে আজাদির জন্য লড়াই করছে লস্কর-ই তৈয়বা, জয়েশ -ই মহম্মদ। জঙ্গি সংগঠন হলেও ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের স্বার্থেই তাঁরা ওই লড়াই করছে। আমরাও কাশ্মীরে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা জঙ্গি ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পাশে রয়েছি। তাই কাশ্মীরের আজাদি চেয়ে শ্লোগান দিয়েছি।'শুধু তাই নয়, ওই শ্লোগানে ইসলামি জঙ্গিদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন মোল্লা ইউনূসের বান্ধবী তথা পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং ঢাকার পুলিশ কমিশনার তথা জামায়েত ইসলামী সদস্য শেখ সাজ্জাত আলি। যদিও বিপাকে পড়ে পরে 'কাশ্মীরের আজাদি' শ্লোগানে গলা মেলাননি বলে দাবি করেছেন ইউনূসের উপদেষ্টা। তবে ঢাকার পুলিশ কমিশনার ঔদ্ধত্য কণ্ঠেই বলেছেন, 'কাশ্মীরের স্বাধীনতা চেয়ে কোনও ভুল করিনি।'

গত ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন পাক জঙ্গি সংগঠন জয়েশ-ই মহম্মদের বাংলাদেশের শাখা ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির। তার খুনিদের গ্রেফতারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে গত কয়েকদিন ধরেই জড়ো হয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ইসলামি জঙ্গিরা। গত শনিবার রাতে ইসলামি জঙ্গিদের পাশে থাকার বার্তা দিতে ধর্না মঞ্চে পৌঁছেছিলেন তদারকি সরকারের পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রেজওয়ানা হাসানও ঢাকার পুলিশ কমিশনার শেখ সাজ্জাত আলী। তাঁদের উপস্থিতিতেই দিল্লিকে অস্রাব্য ভাষায় আক্রমণ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন আম্মার। শুধু তাই নয়, এক খুদেকে নিয়ে তিনি শ্লোগান দেন।

উন্নাও ধর্ষণে বিজেপি নেতার জামিন খারিজ করতে কী যুক্তি সিবিআইয়ের?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ন্নাওয়ের ধর্ষণকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত হওয়া বিজেপির বহিষ্কৃত বিধায়ক কুলদীপ সিংহ সেঙ্গারের সাজা স্থগিত ও জামিনে মুক্তির নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল সিবিআই। সেই মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করেছে শীর্ষ আদালত। অর্থাৎ, এখনই মুক্তি পাচ্ছেন না কুলদীপ।সিবিআইয়ের এই পদক্ষেপেই স্বস্তির বদলে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন নির্যাতিতা ও তাঁর আইনজীবীরা। বৃহস্পতিবার উন্নাওয়ের নির্যাতিতা প্রশ্ন তুলেছিলেন, "এতদিন সিবিআই কী করছিল? সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার দোষী কুলদীপ সেঙ্গারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিলেন। আমাদের সুপ্রিম কোর্টে আরও সতর্ক থাকতে হবে।"পাশাপাশিই চার সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে হলফনামা জমা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এই মামলায় সিবিআইয়ের পক্ষে সওয়াল করেছেন কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। শুনানিতে তিনি গোটা ঘটনাকে 'ভয়াবহ' আখ্যা দিয়েছেন। কুলদীপের জামিনের বিরোধিতা করে তুষার আদালতে বলেছেন, "নির্যাতিতার কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হয়।" দিল্লি হাইকোর্ট রায়ে বলেছিল, আইন অনুযায়ী কুলদীপ সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাবাসের সাজা কাটিয়ে ফেলেছেন। এই যুক্তিরও বিরোধিতা করেছে সিবিআই। তুষার বলেন, "কুলদীপ সেঙ্গার যে অপরাধ করেছেন, তাতে তার সর্বনিম্ন সাজাও ২০ বছরের হওয়া উচিত।"

সব শুনে সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "উন্নাওয়ে নাবালিকা ধর্ষণ (Unnao Rape Case) মামলায় দুই পক্ষের মতামত শোনা হয়েছে। সাধারণত কোনও অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি জেল থেকে বেরিয়ে গেলে তার জামিন বাতিল করে না আদালত। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা। এই ক্ষেত্রে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তি অন্য এক অভিযোগেও দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। সেকথা মাথায় রেখেই ২৩ ডিসেম্বর দিল্লি হাই কোর্ট যে রায় দিয়েছিল সেটা স্থগিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে এখনই মুক্তি দেওয়া হবে না।"

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

মন কি বাতের ১২৯ তম পর্বের কিছু তথ্য প্রধানমন্ত্রী সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন

(দ্বিতীয় পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কৃষিক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জগুলি সমাধানের চেষ্টায় মগ্ন থেকেছে। বন্ধুরা গত সাত আট বছরে স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথনে ১৩ লাখেরও বেশি ছাত্র, আর ছয় হাজারেরও বেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। যুবরা শত শত সমস্যার যথাযথ সমাধান দিয়েছে। এই ধরনের হ্যাকাথনের আয়োজন বিভিন্ন সময়েই করা হয়ে থাকে। আমার যুব-বন্ধুদের কাছে অনুরোধ তারা যেন এই হ্যাকাথনে অবশ্যই অংশগ্রহণ করে।

বন্ধুরা, এখন জীবন-প্রযুক্তি চালিত হয়ে উঠছে, এবং যে পরিবর্তন আসতে বহুযুগ কেটে যেতো, সেই পরিবর্তন আমরা কয়েক বছরে হতে দেখছি। কখনো কখনো তো কিছু মানুষ উদ্বেগও প্রকাশ করেন যে - রোবট না মানুষের জায়গা নিয়ে নেয়। এমন পরিবর্তনশীল সময়ে মানব উন্নয়নের জন্য নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে জুড়ে থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা দেখে আমার ভীষণ আনন্দ হয় যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের সংস্কৃতির যে ভিত্তি তাকে ভালোভাবে ধরে রেখেছেন- নতুন নতুন উপায়ে, নতুন চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে।

বন্ধুরা, আপনারা Indian Institute of Science-এর নাম তো অবশ্যই শুনেছেন। গবেষণা এবং উদ্ভাবন-ই এই প্রতিষ্ঠানের পরিচয়। কয়েক বছর আগে সেখানকার কিছু ছাত্র অনুভব করেছিল যে পড়াশোনা এবং গবেষণার মাঝে সংগীতের জন্যেও একটা পরিসর প্রয়োজন। ব্যাস, সেখান থেকেই একটা ছোট্ট মিউজিক ক্লাস শুরু হলো। না কোন বড় মঞ্চ না বড় বাজেট। ধীরে ধীরে সেই প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পেলো, আর এখন একে আমরা Gitanjali IIsc নামে চিনি। এখন এটা শুধুমাত্র ক্লাস নয়, ক্যাম্পাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানে হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীত রয়েছে, লোক সংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে, ধ্রুপদী শিল্পকলা রয়েছে, ছাত্ররা এখানে একসঙ্গে বসে অনুশীলন করেন। অধ্যাপকরাও সঙ্গে বসেন, তাঁদের পরিবারও সঙ্গে যুক্ত হয়। এখন দুশোরও বেশি মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত। আর সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল যারা বিদেশে চলে গেছেন তারাও অনলাইনে যুক্ত থেকে এই গ্রুপের রাশ ধরে আছেন।

বন্ধুরা, নিজেদের শেকড়ের সঙ্গে জুড়ে থাকার এই প্রচেষ্টা শুধু ভারতবর্ষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন প্রান্ত এবং সেখানে বসবাসকারী সকল ভারতবাসীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। আর একটি উদাহরণ, যা আমাদের দেশের বাইরে, তা হল দুবাই। ওখানে বসবাস করা কন্নড়া পরিবারের লোকেরা নিজেদের একটি জরুরী প্রশ্ন করেছেন- আমাদের উত্তরসূরীরা টেক-ওয়ার্ল্ডে এগিয়ে চলেছে ঠিকই, কিন্তু তারা তাদের নিজেদের ভাষার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না তো? এখান থেকেই জন্ম নেয় কন্নড় পাঠশালা। এটি একটি এমন প্রচেষ্টা, যেখানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কন্নড় ভাষা পড়া, লেখা এবং এই ভাষায় কথা বলা শেখানো শুরু হয়। এখন এই প্রচেষ্টার সঙ্গে হাজারেরও বেশি শিশুরা যুক্ত রয়েছে। সত্যি কন্নড়া নাড়ু, নুডি নম্মা হেম্মে। কন্নড় ভূমি এবং ভাষা আমাদের গর্ব।

বন্ধুরা, একটা পুরনো কথা আছে, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। এই কথাটি আবার সত্যি করে দেখিয়েছেন মণিপুরের এক যুবক মোড্ররঙ্গথেম শেঠ জী। ওঁর বয়স ৪০ এর থেকেও কম। শ্রী মোড্ররঙ্গথেমজী মণিপুরের যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকতেন ওখানে বিদ্যুৎএর খুব সমস্যা ছিল। এই কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য উনি স্থানীয় সমাধানের ওপর জোর দিলেন এবং সৌরশক্তির মাধ্যমে সমাধান খুঁজে পেলেন। আমাদের মণিপুরে এমনিতেও সৌরশক্তি উৎপাদন করা সহজ। তাই মোইরাংথেমজী সোলার প্যানেল বসানোর অভিযান চালালেন এবং এই অভিযানের জন্য আজ ওঁর অঞ্চলের অনেক পরিবারে সৌরশক্তি পৌঁছে গেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, উনি স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সৌরশক্তির ব্যবহার করেছেন। আজ ওঁর প্রচেষ্টায় বেশ কিছু স্বাস্থ্য কেন্দ্রেও সৌরশক্তির ব্যবহার হচ্ছে। ওঁর এই কাজের জন্য মণিপুরের মেয়েদেরও অনেক লাভ হয়েছে। স্থানীয় মৎস্যজীবী এবং শিল্পীরাও এতে উপকৃত হয়েছেন।

বন্ধুরা, এখন সরকার পি.এম. সূর্য ঘর মুফত বিজলী প্রকল্পের আওতায় সোলার প্যানেল বসানোর জন্য সুবিধাভোগী প্রতিটি পরিবারকে প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ হাজার টাকা দিচ্ছে। মোইরাংথেমজীর এই প্রচেষ্টা যদিও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, কিন্তু সৌরশক্তির সঙ্গে জুড়ে থাকা প্রত্যেকটি অভিযানকে ত্বরান্বিত করছে। আমি মন কী বাতের মাধ্যমে ওঁকে আমার শুভকামনা জানাচ্ছি।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আসুন আমরা এখন জম্মু-কাশ্মীরের দিকে এগোই। আমি জম্মু-কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্য নিয়ে এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করতে চাই যা আপনাকে গর্বে ভরিয়ে তুলবে। জম্মু-কাশ্মীরের বারামুলায় জেহনপোরা নামে একটি অঞ্চল রয়েছে। ওখানে মানুষ বহু বছর ধরে অনেক উঁচু উঁচু টিলা দেখে আসছেন। সাধারণ এই টিলা, কেউই জানতেন না এগুলো কী! একদিন এর ওপর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নজর পড়ল। যখন এই অঞ্চলটি ওঁরা খুঁটিয়ে দেখা শুরু করলেন, এই টিলাগুলি অন্যরকম দেখা গেল। এর পর এই টিলাগুলির বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ শুরু হল। ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে ওপর থেকে ছবি নেওয়া হল, মাটির ম্যাপিং করা হল। আর তারপর কিছু চমকে দেওয়া তথ্য সামনে এল, জানা গেল, এই টিলাগুলি প্রাকৃতিক নয়। এগুলি আসলে মানুষের তৈরী কিছু বড় ইমারতের অবশেষ। এই সময় আরেকটি চমৎকার বিষয় এর সঙ্গে যুক্ত হল। কাশ্মীর থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে ফ্রান্সের একটি সংগ্রহশালায় একটি পুরনো, আবছা হয়ে আসা ছবি পাওয়া গেল। বারামুলার ওই ছবিতে তিনটি বৌদ্ধ স্তূপ দেখা গিয়েছিল। এখান থেকেই সময়ের মোড় ঘুরে যায় এবং কাশ্মীরের একটি গৌরবময় অতীত সামনে আসে। এটা প্রায় দুহাজার বছর পুরনো ইতিহাস। কাশ্মীরের জেহনপোরার এই বৌদ্ধ পরিসর আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে কাশ্মীরের অতীত কেমন ছিল, এর পরিচয় কতটা সমৃদ্ধ ছিল।

আমার প্রিয় দেশবাসী, এখন আমি আপনাকে ভারত থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূর, এমন এক প্রচেষ্টার কথা বলব, যা হৃদয়

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

শাহরুখের কোন গোপন তথ্যফাঁস করলেন করণ জোহর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

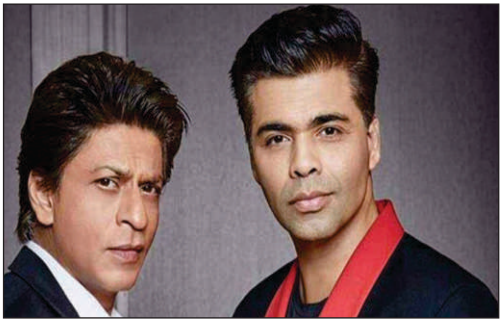

বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের স্বপ্নের বাড়ি 'মান্নাত'। মুম্বাইয়ের বান্দ্রা এলাকার ব্যান্ডস্ট্যান্ডে আরব সাগরের তীরে অবস্থিত একটি বিখ্যাত স্থাপত্য ও দর্শনীয় স্থান। এটি শুধু একটি বাড়ি নয়, বরং এটি সাফল্য ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে পরিচিত। ২০০১ সালে শাহরুখ খান যখন বাড়িটি কেনেন, তখন এর দাম ছিল প্রায় ১৩ কোটি রুপি। বর্তমানে এর বাজারমূল্য আনুমানিক ২০০ কোটি টাকারও বেশি।

প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত-অনুরাগী শাহরুখ খানকে এক ঝলক দেখার আশায় কিংবা তার বাড়ির সামনে ছবি তোলার জন্য মান্নাতের গেটের সামনে ভিড় জমান। এমনকি সেই স্বপ্নের বাড়ি 'মান্নাত'-এর অন্দরমহল দেখার স্বপ্ন বহু সিনেমাপ্রেমী দর্শক, ভক্ত-অনুরাগীর। কারণ সেই প্রাসাদে ঢোকার অনুমতি পেলেই যে দেখা মিলবে স্বপ্নের নায়কের। কিন্তু জানেন কি শাহরুখ খানের বাড়িতে কেমন পোশাক পরে গেলে তিনি বিরক্ত হন? সেই তথ্য ফাঁস করেছেন করণ জোহর।

শাহরুখ ও পরিচালক করণ জোহরের বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের। একসঙ্গে অনেক কাজও করেছেন এ দুই তারকা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এবার বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে বাদশাহর গোপন তথ্যফাঁস করে দিলেন পরিচালক-প্রযোজক করণ জোহর। জানিয়েছেন, তিনি নিজে এক নির্দিষ্ট ধরনের পোশাকে কখনো বাদশাহর সামনে যান না।

অভিনয়জীবনের শুরু থেকেই করণ জোহরের সঙ্গে সখ্য শাহরুখ খানের। নায়কের 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে' সিনেমায় সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজ করেছিলেন করণ। সিনেমার পরিচালক ছিলেন আদিত্য চোপড়া। সেই সময় বাদশাহর পোশাকের সব দায়িত্ব ছিল তার ওপর। তখন তিনিই নায়ককে পরামর্শ দিয়েছিলেন কেমন ধরনের জিনস পরলে তাকে দেখতে সঠিক লাগবে। হাসতে হাসতে পরিচালক বলেন, মাঝের এতগুলো বছরে নায়কের খুঁতখুতে স্বভাবের জন্য যে তিনিই জিনসের প্যান্ট পরতে ভয় পাবেন, তা কখনো আশা করেননি। খুঁতখুঁতে। সঠিক মাপের পোশাক না হলে পরতে পারেন না। একই বিষয় প্রযোজ্য তার চারপাশের মানুষের জন্যও।

এ বিষয়ে করণ জোহর বলেন, জিনসের ফিটিংস নিয়ে শাহরুখ খুবই খুঁতখুঁতে। আপনি যদি ভুল মাপের জিনস পরে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ান, তাহলে আপনাকে প্রথমে ভালো করে দেখবে, এরপর বিচার করবে। ধরেই নেবে আপনি মানুষ ভালো না। আমি ওই জন্য মান্নাতে কখনো জিনস পরে যাই না।

এদিকে বলিপাড়ার প্রায় সবাই জানেন, অতিথি আপ্যায়ন কীভাবে করতে হয়, তা বাদশাহকে দেখে শেখা উচিত। জন্মদিন, দীপাবলি কিংবা সিনেমার সাফল্য— নানা সময়ে 'মান্নাত'-এ বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন কিং খান।

সালমান খানকে নিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করলেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড তারকাদের প্রতি পাকিস্তানি শিল্পীদের মুগ্ধতা প্রকাশ নতুন কিছু নয়। এর আগে পাকিস্তানি তারকা হানিয়া আমির শাহরুখ খানের প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে আলোচনায় এসেছিলেন। আবার কেউ প্রশংসা করেছেন রেখার সৌন্দর্য। এবার সেই তালিকায় যোগ দিলেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সজল আলি। সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সালমান খানের একটি ফ্যান-মেড ভিডিও শেয়ার করেন সজল আলি। কোনো দীর্ঘ লেখা নয়, ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি কেবল লিখেছেন, 'আমার হৃদয়'। সালমানের প্রতি সজলের এই অনুভূতিকে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন ভক্তরা।

শুধু পাকিস্তানেই নয়, বলিউডেও নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি। ২০১৭ সালে মুক্তি পাওয়া জনপ্রিয় সিনেমা 'মম' এ শ্রীদেবীর সৎ মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করে সজল প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন।

২০২৫ সালে হামজা সোহেলের বিপরীতে তার অভিনীত নাটক 'দিল ওয়ালি গলি মে' দর্শক মহলে সাড়া ফেলে। সামনে ২০২৬ সালে জনপ্রিয় চ্যানেল 'হাম টিভি'তে আসছে তার নতুন প্রজেক্ট 'জানজেরিন'। এতে সজলের সঙ্গে আছেন আমির জিলানি এবং দানিয়াল জাফরসহ একঝাঁক তারকা।

প্রথম কাজেই সেরার স্বীকৃতি পেলেন আরিয়ান খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের সেরা নবাগত পরিচালক হিসেবে পুরস্কার অর্জন করেছেন শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান। গতকাল শুক্রবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এনডিটিভি ইন্ডিয়ান অফ দ্য ইয়ার-২০২৫ অনুষ্ঠানে নেটফ্লিক্স সিরিজ 'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড' পরিচালনার জন্য এ পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি।

পুরস্কার গ্রহণের পর অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে আরিয়ান খান বলেন, 'প্রথমবারের মতো একজন নতুন পরিচালকের ওপর আস্থা রাখার জন্য আমি কাস্ট, কলাকুশলী ও নেটফ্লিক্সকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আজ রাতের সব বিজয়ীদেরও অভিনন্দন।'

আরিয়ান বলেন, 'এটি আমার জীবনের প্রথম পুরস্কার। আমি আরও জিততে চাই। আমার বাবার মতো আমিও পুরস্কার খুব পছন্দ করি।তবে এই পুরস্কার তার জন্য নয়, এটি আমার মায়ের জন্য।'

'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড' আরিয়ান খানের ডিরেক্টেরিয়াল ডেবিউ বা প্রথম পরিচালিত কাজ। নেটফ্লিক্সে প্রচারিত সিরিজটি ব্যঙ্গাত্মক ঘরানার গল্প। যেখানে বলিউডের স্বজনপ্রীতি, কেলেঙ্কারি ও পারিবারিক গোপনীয়তাকে তীক্ষ্ণ ও সাহসী দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে।

এই সিরিজে উঠে এসেছে উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিনেতা আসমান সিংয়ের গল্প। দ্রুত তারকাখ্যাতির পথে এগোতে গিয়ে তার জীবনে জড়িয়ে পড়ে সুপারস্টার অজয় তলোয়ার এবং তার কন্যা কারিশমা। এই সম্পর্কগুলো ধীরে ধীরে উন্মোচন করে বলিউডের ভেতরের অস্থির ও জটিল বাস্তবতা।

ফিফার নিষেধাজ্ঞায় রোনালদোর দল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সৌদি প্রো লিগের একাধিক ক্লাবের বিরুদ্ধে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ফিফা) থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার তালিকায় পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দল আল নাসরও রয়েছে। আল নাসরসহ সৌদি আরবের আরও তিন ক্লাব—আল শাবাব, দামাক ও আল রিয়াদকে দলবদল উইন্ডোর জন্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ফিফা।

স্থানীয় সময় শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) চলতি বছরের নিষেধাজ্ঞা দলগুলো বিষয়ে তথ্য হালনাগাদ করেছে ফিফা। ওই তালিকায় রোনালদোর আল নাসরের ক্লাবও রয়েছে। সাধারণত নির্দিষ্ট সংখ্যক দলকে দলবদল উইন্ডোর জন্য নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও, আল-নাসরের ক্ষেত্রে ফিফার তালিকায় সময়সীমা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে স্পষ্ট করে লেখা- শুধু ‘পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত’।

ফলে এই নিষেধাজ্ঞা কতদিন চলবে, তা স্পষ্ট নয়। মৌসুমের দ্বিতীয় অংশের দলগঠন শুরু হয়ে যাওয়ার সময় এমন অনিশ্চয়তা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে রোনালদোর ক্লাবের। কেননা দীর্ঘ এক মাস পর আবারও ফুটবল মাঠে ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন রোনালদো।

এমন ঘটনা অবশ্য আল-নাসরের জন্য একেবারে নতুন নয়। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ক্লাবে যোগ দেওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই একই ধরনের নিবন্ধন নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েছিল তারা। সেই নিষেধাজ্ঞার পেছনে ছিল ২০১৮ সালে লেস্টার সিটি থেকে আহমেদ মুসাকে দলে ভেড়ানোর আর্থিক জটিলতা। ১৪ মিলিয়ন পাউন্ডে আল নাসরে যোগ দেওয়া মুসা ক্লাবটির হয়ে লিগ জিতেছিলেন এবং ২০২০ সালে দল ছাড়েন। তবে ফিফা পরবর্তীতে জানায়, পারফরম্যান্স-ভিত্তিক বোনাস বাবদ লেস্টারকে দেওয়ার কথা থাকা প্রায় ৩ লাখ ৯০ হাজার পাউন্ড পরিশোধ করেনি আল নাসর।

এই ঘটনার জেরে ২০২১ সাল থেকে সতর্কবার্তা দেওয়া হলেও সময়মতো অর্থ পরিশোধ না হওয়ায় আল নাসরের ওপর নিষেধাজ্ঞা আসে। পরে প্রায় ২০ লাখ ইউরো পরিশোধ করে দ্রুত সমস্যার সমাধান করে ক্লাবটি।

দিল্লির স্কোয়াড ঘোষণা: খেলবেন কোহলি, অধিনায়ক পান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নিয়ম মেনে ঘরোয়া টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফিতে দুই ম্যাচ খেলবেন বিরাট কোহলি। তবে অধিনায়কত্ব করবেন না অভিজ্ঞ ব্যাটার। তার দল দিল্লির নেতৃত্বে থাকবেন আরেক তারকা ব্যাটার রিশাভ পান্ত।

বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম দুই ম্যাচের জন্য ২০ জনের দল ঘোষণা করেছে দিল্লি এন্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (ডিডিসিএ)।

টুর্নামেন্টের 'ডি' গ্রুপে আগামী ২৪ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারির মধ্যে ৭টি ম্যাচ খেলবে দিল্লি। এর মধ্যে সবগুলোতেই কোহলি ও পান্তকে পাওয়া যাবে কিনা, সেই বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি।

আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে ভারত। ওই সিরিজের আগে অন্ধ্র প্রদেশ ও গুজরাটের বিপক্ষে ম্যাচ দুটিতে খেলবেন কোহলি ও পান্ত।

এরপর পান্ত যদি জাতীয় দলের দায়িত্বে চলে যান, তাহলে দিল্লির অধিনায়কত্ব করবেন সহ-অধিনায়কের দায়িত্বে থাকা আয়ুশ বাদোনি। এছাড়া স্কোয়াডে রিজার্ভ উইকেটকিপার হিসেবে অনুজ রাওয়াত আছেন।

নাগারাভার হাতে টেস্ট ও ওয়ানডে নেতৃত্ব তুলে দিল জিম্বাবুয়ে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জিম্বাবুয়ের ফাস্ট বোলার রিচার্ড নাগারাভাকে দেশের নতুন টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট। শনিবার হারারে অনুষ্ঠিত জিসি বোর্ডের চতুর্থ ত্রৈমাসিক বৈঠকের পর এই ঘোষণা আসে।

নাগারাভার সহ-অধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন ২২ বছর বয়সী ব্রায়ান বেনেট, যিনি মাত্র গত বছর টেস্ট ও ওয়ানডেতে অভিষেক করেন। এই পরিবর্তন আসে ক্রেগ এর্ভিন অধিনায়ক পদ থেকে সরে যাওয়ার পর।

নাগারাভা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০১৭ সালে অভিষেক করেন। তিনি জিম্বাবুয়ের আক্রমণ ভাগের নেতা হিসেবে ব্লেসিং মুজারাবানির সঙ্গে কাজ করছেন। নাগারাভা প্রথম জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটার যিনি ১০০টি টি-টোয়েন্টি উইকেট অর্জন করেছেন এবং তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৫০-এর বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন।

বেনেটও মাত্র ২২ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার দ্রুত উত্থান ঘটিয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যে তিন ফরম্যাটেই শতরান করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটে সবচেয়ে দ্রুত টেস্ট সেঞ্চুরি।

জিসি চেয়ারম্যান তাভেঙ্গওয়া মুকুহলানি বলেন,‘নাগারাভা খেলোয়াড় এবং নেতা হিসেবে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখিয়েছেন। তিনি ড্রেসিংরুমে সম্মানিত এবং সব ফরম্যাটে ধারাবাহিকভাবে জিম্বাবুয়ের জন্য অবদান রেখেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি দলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। ব্রায়ানের সহ-অধিনায়ক নিযুক্তি তার ক্রিকেট বুদ্ধিমত্তা, পরিপক্কতা এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের সম্ভাবনাকে প্রতিফলিত করে। তিনি জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ।’

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR